ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য তিনশো কোটির প্যাকেজ টি বোর্ডের

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ দেশের চা শিল্পের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করছে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে সহায়তা করবার জন্য টি বোর্ড ৩০০ কোটি টাকার প্যাকেজের প্রস্তাব করেছে। দেশে ক্ষুদ্র চা চাষিরা উপেক্ষিত এবং শোষিত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের চায়ের উৎপাদন বেড়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্যই। দেশের উৎপাদনের ২৬ শতাংশ আসে ক্ষুদ্র চা বাগান থেকে। ক্ষুদ্র চা বাগানকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাই ভারত সরকার ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে উৎসাহিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্সে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন রোশনি সেন এই কথাগুলি বলেন।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিতে চা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের শোষণ এবং বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশে বর্তমানে দুই লক্ষ ক্ষুদ্র চা চাষি আছেন। দেশে বর্তমানে প্রায় এক হাজার মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়। ক্ষুদ্র চা বাগানের অংশ ২৬ শতাংশ। ক্ষুদ্র চা বাগানের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান।

রোশনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ক্ষুদ্র চা চাষিরা যাতে কাঁচা চা পাতার ন্যায্য মূল্য পান তা নিশ্চিত করা। সারা দেশে ১৩০টি স্মল গ্রোয়ার্স ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেট গঠন করা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য স্মল গ্রোয়ার্স ডাইরেক্টরেট গঠন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির অফিসের পরিকাঠামো চাঙ্গা করবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ টি বোর্ড চায় ক্ষুদ্র চা বাগানের জন্য পরিকাঠামোগত বিকাশ ঘটাতে।

জলপাইগুড়িতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমাবর্তনে টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন রোশনি সেন। ছবি ঃ জ্যোতি সরকার

টি বোর্ডের সদস্য তথা বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় বলেন, উত্তরবঙ্গে ২২ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগান আছে। উত্তরবঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তেমনি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চা বাগান অবশ্যই একটি বৃহৎ পরিসরে নিরাপদ ছাতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ক্ষুদ্র চা চাষিদের ব্যাংক ঋণ পাবার রাস্তা মসৃণ নয়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল এনওসি পাবার ক্ষেত্রে জটিলতা। দেবপ্রসাদবাবু ক্ষুদ্র চা চাষিদের এনওসি দেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক স্মারকি মহাপাত্র বলেন, ক্ষুদ্র চা বাগানের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কারণ, রাজ্যের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলাতেই ক্ষুদ্র চা বাগানের সদস্যরা প্রথম স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করেছেন। জেলায় ৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে আমরা ক্ষুদ্র চা চাষিদের সরকারি পরিসেবা দ্রুত পৌঁছে দেব।

জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার একে সিং বলেন, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে চা শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। বৃহৎ চা বাগানের পাশাপাশি ছোটো চা বাগানগুলির ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনার এদিন টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিভাগীয় কমিশনার চা-এর গুণগত মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমাবর্তন অনুমোদনের উদ্‌বোধন করেন সাংসদ মহেন্দ্রকুমার রায়। মহেন্দ্রবাবু বলেন, অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন দেরিতে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের কথা তাকে জানানো হয়েছে। সাংসদ বলেন, সীমান্ত জেলাগুলিতে ক্ষুদ্র চা বাগানের প্রসার হচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের চা আবাদের জন্য দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়া জরুরি। ক্ষুদ্র চা বাগান গ্রামীণ এলাকার মানুষকে বেশি পরিসেবা দিচ্ছে।

টি বোর্ডের সদস্য তথা বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সমীর রায় বলেন, কাগজে-কলমে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদন ২৬ শতাংশ বলা হলেও এই উৎপাদন বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে। ক্ষুদ্র চা বাগানের কাঁচা চা পাতার গুণগত মান খুব ভালো।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্যা হল কাঁচা পাতার দাম পাওয়া। ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের দিয়ে চা ফ্যাক্টরি নির্মাণের। এই উদ্যোগ রূপায়ণের মাধ্যমে চা পাতার উপযুক্ত মূল্য চা চাষিদের দেওয়া নিশ্চিত করা। এদিন টি বোর্ডের পক্ষ থেকে হরিপাল এবং ললিতবাড়ি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাঁচা চা পাতা পরিবহণের জন্য গাড়ি প্রদান করা হয়। আর্ট কমপ্লেক্সে এদিন চা চাষিদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞর পরামর্শ দিয়েছেন একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

একশো দিনের কাজের সামাজিক নিরীক্ষায় ব্যাপক সাড়া মিলল

নাগরাকাটা, ২৭ জুলাই ঃ শুক্রবার খয়েরবাড়িতে শেষ হল একশো দিনের কাজের সামাজিক নিরীক্ষা (সোশ্যাল অডিট)। ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই গ্রামটিতে গত ২৩ তারিখ থেকে নিরীক্ষা শুরু হয়। নীরিক্ষার শেষদিন স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে আহূত সভায় এদিন নীরিক্ষক দলের পেশ করা রিপোর্টের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। গ্রামবাসীদের নানা অভিযোগের কথা শুনে এদিনই তা প্রতিকারেরও নির্দেশ দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। সামাজিক নিরীক্ষার এই সভাকে ঘিরে এদিন ব্যাপক সাড়া পড়ে এলাকায়। উল্লেখ্য, নাগরাকাটায় প্রথম একশো দিনের কাজের সামাজিক নিরীক্ষা হল।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের এই একশো দিনের কাজের প্রকল্পে সামাজিক নিরীক্ষার ওপর কেন্দ্র সরকার জোর দিয়েছে। এ জন্য ২০১১ সালে একটি আইনও পাস হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় এর আগে গত মার্চ মাসে মেটেলির বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সংসদে সামাজিক নিরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে আয়োজিত জেলার প্রথম ওই নিরীক্ষা সফল হবার পর এদিন নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে জেলায় দ্বিতীয়বারের জন্য আয়োজিত সামাজিক নিরীক্ষার কাজ শেষ হয়।

একশো দিনের কাজের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পাঁচজনের একটি দল খয়েরবাড়ি গ্রামটির প্রতিটি বাড়ি ঘুরে নিরীক্ষার কাজটি শেষ করে। ওই দলটির প্রত্যেকেই মেটেলি ব্লকের বাসিন্দা। রাস্তা সংস্কারের যে কাজটির ওপর গ্রামটির সামাজিক নিরীক্ষার কাজে হাত দেওয়া হয় তার মাস্টার রোলও যাচাই করে দেখেছে নিরীক্ষক দলটি। পাশাপাশি কাজের প্রচার, নিবন্ধীকরণ, জবকার্ড, কাজের আবেদন, কাজ বণ্টন, কর্মস্থলের সুযোগ-সুবিধা, মজুরি প্রদান ও বেকার ভাতা, কর্মসূচির কার্যকারিতা ইত্যাদিও দলটির যাচাই তালিকায় ছিল।

এদিনের আয়োজিত সভায় খয়েরবাড়ির বাসিন্দা তথা একশোদিনের কাজের প্রকল্পের অন্তর্গত স্থানীয় জবকার্ড প্রাপক শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের নানা বক্তব্য এবং অভাব-অভিযোগের কথা সভায় নথিভুক্ত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসকের প্রতিনিধি তথা জয়েন্ট বিডিও (হেড কোয়ার্টার) ভবেন্দ্রনাথ অধিকারী, নাগরাকাটার জয়েন্ট বিডিও কমল তলাপাত্র, সহকারী প্রকল্প আধিকারিক সোনম শেরপা, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা কেরকেট্টা প্রমুখ। একশো দিনের কাজের সামাজিক নিরীক্ষা কর্মসূচির জেলা কোঅর্ডিনেটর সুদীপ ভদ্র বলেন, পাঁচজনের যে দলটি কাজের সামাজিক নিরীক্ষা করেছিল তারা প্রত্যেকেই জবকার্ডধারী। বছরে দুবার করে এই ধরনের সামাজিক নিরীক্ষা করার কথা আইনে বলা হয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশক্রমে আমরা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জেলার ১৩টি ব্লকের একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত বেছে নিয়ে এই নিরীক্ষার কাজ শেষ করব বলে ঠিক করেছি।

মানবতা, সম্প্রীতির নজির গড়লেন ইসলামাবাদবাসী

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৭ জুলাই ঃ অসমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে যখন মানবতা, সম্প্রীতি ইত্যাদি শব্দগুলি প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি, তখন সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ইসলামাবাদ গ্রামের বাসিন্দারা। ছেলেদের অবহেলা, গঞ্জনায় গৃহত্যাগী ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধাকে প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে খাইয়ে পরিয়ে আত্মীয়ের মতো সেবা করলেন ওই গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। শুক্রবার ওই বৃদ্ধাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন তার মেয়ে। যাওয়ার সময় জানিয়ে গেলেন কৃতজ্ঞতা।

মেয়ের সঙ্গে কল্পনা দাস। –সংবাদচিত্র

বীরপাড়া কলেজপাড়ার বাসিন্দা কল্পনা দাসের বয়স সত্তর পেরিয়েছে অনেক আগেই। দুই সন্তানের সংসারে আহারের বিনিময়ে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা জুটত তার নিত্যদিনই। সম্প্রতি সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে বাড়ি ছাড়েন তিনি অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তার মেয়ে ঝর্না মণ্ডল জানান, ছেলেদের সংসারে নিত্য গঞ্জনার জেরে বাড়ি ছাড়েন তার মা। পায়ে হেঁটেই চলে আসেন প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে ইসলামাবাদ গ্রামে। প্রথম কয়েকদিন একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে পড়ে ছিলেন তিনি। খাবার জোটেনি। ফলে অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে তার। এরপর ওই গ্রামের মানুষই তার খাবারের ব্যবস্থা করেন। সপ্তাহখানেক পরে মহম্মদ আসরাফ আলি নামে জনৈক রাজমিস্ত্রি তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেন। কিন্তু ওই বৃদ্ধা ঠিকানা জানাতে না পারায় তাকে বাড়িতে ফেরাতে পারছিলেন না আসরফ।

এদিকে, মা-কে নিখোঁজ দেখে মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য জোগাড় করে ফেলেছে দুই ছেলে। ঘর থেকে বৃদ্ধার পোঁটলাপুঁটলি ফেলে দিয়ে ঘর ও ভিটেটুকু ভাগ করার পরিকল্পনাও করে ফেলে দুই ভাই। একথা জানান কল্পনার মেয়ে ঝর্না। দু-সপ্তাহ টানা খুঁজে শুক্রবার মাকে ফিরে পেয়েছেন ঝর্না। তিনি জানান, মাকে এবার থেকে তিনি তার কাছে রাখবেন।

কল্পনার দুই মেয়ের মধ্যে ঝর্নাদেবীর বিয়ে জটেশ্বরে হলেও কর্মসূত্রে তিনি বীরপাড়াতেই থাকেন। তার ছেলে সনু মণ্ডল ট্রেনে ফেরি করেন। ঘরে নিত্য অভাব। কিন্তু দিদাকে তারাই অন্ন দেবেন বলে জানান সনু।

আসরাফ বলেন, আমি প্রথমে একজন মানুষ। তাই মানবিক দায়িত্ব পালন করেছি। আমি মনে করি না বিরাট কিছু করেছি।

সিপিএমের রাঙ্গালিবাজনা লোকাল সম্পাদক কাজি শাহ আলম বলেন, দাঙ্গা নয়, সম্প্রীতিই যে ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা প্রমাণ করলেন গ্রামবাসীরা।

বাড়ি ফিরবেন কি ? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন ওই বৃদ্ধা। দু-চোখে তার অশ্রু তখন টলমল। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

বেহাল সড়কে রমরমা দড়িকাটা চোরেদের

মাদারিহাট, ২৭ জুলাই ঃ কথায় বলে 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'। জাতীয় সড়ক বেহাল হওয়ার পর যানবাহন মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে। আর এই সুযোগে পণ্য বোঝাই ট্রাক থেকে রাতের অন্ধকারে দড়ি কেটে মূল্যবান সামগ্রী নামিয়ে নিচ্ছে 'দড়ি কাটা' চোরের দল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি ট্রাকের দড়ি কেটে চোরেরা মশারি তৈরির প্রচুর সামগ্রী নামায়। কিন্তু সময় মতো মাদারিহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোয় চোরেরা নিতে পারেনি। ওসি পঙ্কজ থাপা জানান, দুই বস্তা মশারির নেট উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কোন ট্রাক থেকে নামানো হয়েছে তা জানা যায়নি কারণ, ট্রাকটি চলে গেছে। ওসি জানান, তাদের গাড়ির সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভাঙা সড়কের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সারারাত টহল দিচ্ছেন। বেহাল সড়কের কারণে বেড়ে গেছে ট্রাক থেকে দড়ি কেটে চুরির মাত্রা। ওসি জানান, থানা থেকে পুলিশ কখন কোন দিকে যাচ্ছে 'গুপ্তচর' সে কথা মোবাইল ফোনে জানিয়ে দিচ্ছে চোরেদের। ফলে একদিকে টহলদারি চলছে আর অন্যদিকে চুরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, স্থানীয় কয়েকজনকে গ্রেফতার করে আদালতেও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বেহাল সড়কের সুযোগ নিতে অন্য এলাকা থেকে চোরেরা হানাদারি চালাচ্ছে। সারারাত তাদের টহলদারি চলছে বলে তিনি জানান। জাতীয় সড়কের পাশে জঙ্গল থাকায় চোরেদের সুবিধা হয়েছে।

স্কুলবাস পেয়ে খুশি বড়দিঘি বাগানের পড়ুয়ারা

মেটেলি, ২৭ জুলাই ঃ নতুন স্কুলবাস পেয়ে খুশি বড়দিঘি চা বাগানের পড়ুয়ারা। এর আগে একটি খোলা গাড়ি ছিল পড়ুয়াদের জন্য। ওই গাড়িতে প্রচুর পড়ুয়ার যাতায়াতে সমস্যা হত। বাগান কর্তৃপক্ষকে নতুন বাসের দাবি জানায় তারা। অবশেষে তাদের দাবি পূরণ হল। বাগান কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করেছে। বাগানের রোহিত টোপনো বলেন, দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি আমরা। বাগান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার মূর্তি নদীতে

মেটেলি, ২৭ জুলাই ঃ মূর্তি নদী থেকে শুক্রবার মেটেলি থানার পুলিশ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল। থানা সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম আনন্দ রাভাইক (৭২), বাড়ি ইনডং চা বাগানের আম্বাপেল লাইনে। পুলিশের অনুমান, নদী পার হওয়ার সময় তিনি জলে পড়ে যান। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পুণ্ডিবাড়িতে ফের সাপের কামড়ে ছাত্রের মৃত্যু

পুণ্ডিবাড়ি, ২৭ জুলাই ঃ পুণ্ডিবাড়িতে ফের সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মৃতের নাম রাজীব বর্মন (১২) পুণ্ডিবাড়ির সাঁজেরপাড় এলাকার বাসিন্দা মানিক বর্মনের ছেলে রাজীব। পুণ্ডিবাড়ি রামগোপাল লাখোটিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। রাত্রি দুটো নাগাদ ঘুমের মধ্যে ছোবল মারে বিষধর সাপ, শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ মৃত্যু হয় ছাত্রটির।

প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগেই এই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র বিষ্ণু সরকারের মৃত্যু হয় সাপের ছোবলে। দুদিন আগেই ২৫ জুলাই বুধবার ঘরের মধ্যে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল জিডিএল বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী রুম্পা রায়ের। কার্যত এখন সাপের আতঙ্কে পুণ্ডিবাড়ির মানুষ। তাদের ধারণা, প্রবল বৃষ্টিতে বিভিন্ন ফরেস্ট থেকে জলের তোড়ে ভেসে আসছে এই বিষধর সাপগুলি। আর এতটাই বিষধর যে চিকিৎসার সময়টুকুও পাওয়া যাচ্ছে না। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

ছবি দেখিয়ে গুটখা খাওয়া বন্ধ করালেন অঙ্কের শিক্ষক

মাদারিহাট, ২৭ জুলাই ঃ ছাত্রদের মধ্যে গুটখা খাওয়া কোনওভাবেই বন্ধ করতে পারছিলেন না মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। অবশেষে এর দায়িত্ব নেন অঙ্কের শিক্ষক সুদীপ দত্ত। প্রত্যেক দিন একটি করে ক্লাসের ছাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে গুটখা খেলে যে ক্যানসারের মতো মারণ রোগ হয়, সেটা বোঝাতে থাকেন। ছাত্ররা সে সব ছবি দেখে শপথ নেয় আর গুটখা বা নেশার জিনিস খাবে না। সুদীপবাবু জানান, গুটখার ক্ষতিকর দিকের কথা ছাত্রদের বোঝাতে পেরে তিনি খুশি। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ইকতির ভাঙনে বিপন্ন মণিপুর

রাঙ্গালিবাজনা, ২৭ জুলাই ঃ ডুয়ার্সের ইকতি নদীর ভাঙনে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনার মণিপুরে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ওই এলাকার প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় নদীর দুই তীরে বিধ্বংসী ভাঙনে ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে প্রচুর কৃষিজমি, গাছবাগান, সুপারিবাগান। অথচ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

শুক্রবার মণিপুরে গিয়ে দেখা গেল ভাঙনের বিধ্বংসী চিত্র। নদীর পশ্চিম তীরেই ভাঙনের প্রকোপ ভয়াবহ। মকলেসার রহমানের বাগানের বেশিরভাগ অংশ ইতিমধ্যেই গ্রাস করছে ইকতি নদী। মহম্মদ বাবলুর সুপারি বাগানের একাংশ বিলীন হয়েছে নদীগর্ভে। ভিটেমাটি হারিয়ে শিশুবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন আবুতালেব চৌধুরি, ফরিদা বেগম ও মহম্মদ আরসাদ। ঘর সরাতে বাধ্য হয়েছেন তহিদুল ইসলাম, আমিনুর হোসেন সহ অনেকেই। ১৯৯৩ সালে ভাঙন শুরু হওয়ার পর থেকে তিনবার ভিটেছাড়া হয়েছেন মহম্মদ মিন্টু, মহম্মদ আলম, মহম্মদ ইদমল, আলিমা বেওয়ারা।

ইকতি নদীর ভাঙন। –সংবাদচিত্র

মণিপুরের উত্তরাংশে নদী প্রায় তিনশো মিটার দক্ষিণে সরে এসেছে এতে আতঙ্কিত গ্রামবাসী। মহম্মদ মফনেসার, আলিমা বেওয়ারা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেন, প্রতি বছর পঞ্চায়েতের কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। কয়েক বছর আগে ছোট্ট একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এক বছরও টেকেনি 'বালির বাঁধ' ইকতির স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য তথা রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিত্য রায় বলেন, ওই এলাকায় বাঁধের জন্য গত বছর অ্যাকশন প্ল্যান করা হয়েছিল। কিন্তু এবছর ওই ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাঁধ নির্মাণের কোনো সম্ভাবনা নেই। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

রাস্তায় ছিপ ফেলে ডামডিমে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

মালবাজার, ২৭ জুলাই ঃ এলাকার প্রধান রাস্তা বেহাল। বহু উপভোক্তা ইন্দিরা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা পাননি। এই অভিযোগ এনে ডামডিম অঞ্চল কংগ্রেস শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায়। ফলে কর্মীরা কার্যালয়ে ঢুকতে পারেননি। প্রশাসনিক আলোচনার পর বিকাল চারটায় বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেওয়া হয়।

ডামডিম অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী দলনেতা সুশীলকুমার প্রসাদ বলেন, ডামডিম মোড় থেকে বাজার পর্যন্ত জেলাপরিষদের রাস্তা বেহাল। বিভিন্ন স্থানে রাস্তাটি ডোবার আকার নিয়েছে। ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতানব্বই জন দুস্থ বাসিন্দা আবেদন করা সত্ত্বেও ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রথম কিস্তির টাকা পাননি। আমি বিভিন্ন দাবি নিয়ে গত ২৭ জুন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে অনশন শুরু করি। সে সময় প্রশাসনিক আশ্বাসের পর অনশন প্রত্যাহার করেছিলাম। কিন্তু রাস্তা সংস্কার, ইন্দিরা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা প্রদানের দাবি আজও পূরণ হয়নি।

বেহাল রাস্তায় ধান লাগিয়ে, ছিপ ফেলে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। ছবি ঃ বিদেশ বসু

বাধ্য হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা মেরে বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়েছি। সুশীলকুমার প্রসাদ, বিকাশ রায়, বীরেন ঠাকুর, বাসু পাল, হারাধন বড়ুয়া প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা এদিন রাস্তায় জমা জলে ধানের চারা লাগিয়ে এবং ছিপ ফেলে প্রতীকী বিক্ষোভও প্রদর্শন করেন। বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধও করা হয়। কংগ্রেস কর্মীরা অভিযোগ করেন, বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন তারা।

জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক পুলিন গোলদার বলেন, প্রশাসনিক হেলদোল না দেখে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দ্রজিৎ দাস বলেন, ইন্দিরা আবাস এবং রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি পূর্বেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আপাতত স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সদস্য সমীর ঘোষ বলেন, আমি জেলাপরিষদের সভায় রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আওতায় প্রধান সড়কগুলি বেহাল। সেগুলিও দ্রুত সংস্কার করা দরকার। মালের বিডিও প্রেম বিভাস কাঁসারী বলেন, গত আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনার অর্থ দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরেও ইন্দিরা আবাস যোজনার অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। ডামডিমের রাস্তার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এদিকে, শুক্রবার দুপুরে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জেলাপরিষদের অবর সহ বাস্তুকার দিলীপ পাল মাল ব্লক পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত বিশ্বাস, ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দ্রজিৎ দাস প্রমুখের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বৈঠক হয়। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক পুলিন গোলদার বলেন, আমরা প্রশাসনিক আশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
CENTRAL ARMED POLICE FORCES
(ASSISTANT COMMANDANTS) EXAMINATION, 2012

The Union Public Service Commission will hold an **Examination on 11th November, 2012** for recruitment of Assistant Commandants (Group A) in Central Armed Police Forces (CAPF) viz. **Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Force (BSF), Central Industrial Security Force (CISF), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and Sashastra Seema Bal (SSB).** The examination will be held at various centers across the country.

For details regarding eligibility conditions, the syllabus and scheme of the examination, centres of examination, guidelines for filling up application form etc. aspirants must consult the Detailed Notice of the examination published in the Employment News/Rozgar Samachar dated 28th July, 2012 or the UPSC website www.upsc.gov.in.

"Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply."

-davp 55101/14/0010/1213-

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড - গুয়াহাটি

স্টেশন রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি-৭৮১০০১

ওয়েবসাইট ঃ http://rrbguwahati.gov.in ফোন ঃ (০৩৬১) ২৫৪০৮১৫

অবহিত হোন

২৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য **সেন্ট্রালাইজড নোটিফিকেশন নং. ০৮/২০১০-এর ট্রেইনড গ্র্যাজুয়েট টিচার/ ড্রইং (ইংলিশ মিডিয়াম) ক্যাটেগরি নম্বর ৩৪** -এর নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষার কল লেটার যে সকল প্রার্থীদের ইশ্যু করা হয়েছে তাদের এইমর্মে জানানো যাচ্ছে যে, **প্রশাসনিক কারণে উক্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।** অন্যান্য যে সব ক্যাটেগরির পরীক্ষার জন্য কল লেটার ইশ্যু করা হয়েছে, সেইসব পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গৃহীত হবে।

ক্যাটেগরি নং. ৩৪ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তিত তারিখ সংবলিত কল লেটারগুলি যথাসময়ে পাঠানো হবে। এই পরিবর্তনজনিত অসুবিধার জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করা হচ্ছে।

গুয়াহাটি
তারিখ ঃ ২৬.০৭.২০১২

চেয়ারম্যান
আরআরবি, গুয়াহাটি

আন্তর্জাতিক মানের হোমিও চিকিৎসা
জার্মান হোমিও - কোচবিহারে
সহবাসে অক্ষমতা, লিঙ্গ শিথিলতা, শীঘ্রপতন, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গ ছোট, শুক্রানু হীনতা বন্ধ্যাত্ব • বক্ষ সৌন্দর্য্য • সাদা স্রাব • গ্যাস্ট্রিক হাঁপানি • চুলপড়া • ডায়াবেটিস • কিডনি • বাত মেদরোগ • পাইলস • ফিসচুলা • চর্মরোগ • স্বপ্নদোষ সহ জটিল এবং কঠিন রোগের ১০০% পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত হোমিও চিকিৎসা করা হয়
জার্মান হোমিও
ISO 9001:2008 মানকপ্রাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র
কোচবিহার কেশব রোড, (মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে), চক্রবর্তী হোটেলের পাশে
9593392416
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন
সঠিক নাম এবং সাইনবোর্ড দেখে আসুন